Scotopia: রূপকথা, আধুনিক রূপকথা ও নারীবাদ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

রূপকথা, আধুনিক রূপকথা ও নারীবাদ

সমন্বিতা দাস
গবেষক, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (স্বশাসিত)

১। লোকসাহিত্য, লোককথারূপকথা ,

লোকসাহিত্য মূলত মৌখিক সাহিত্য।লোকমুখে সৃষ্ট এবং লোকমুখ দ্বারাই প্রচলিত ও প্রচারিত হয়ে বহতা নদীর মত এর গতিপথ। সুতরাং বলা যেতে পারে বহুদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত ও সামগ্রিক চেতনার ফসল হিসেবে উদ্ভূত সাহিত্যকে আমরা লোকসাহিত্য হিসেবে গন্য করতে পারি। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর *'বাংলার লোকসাহিত্য(১ম)'* [i] গ্রন্থে লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলছেন যে আসলে লোকসাহিত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, এক সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী দ্বারা তৈরি সাহিত্য। অর্থাৎ এখান থেকে দুটো জিনিস বোধগম্য হয় , প্রথমত আমরা যাকে লোকসাহিত্য বলছি, লোকসংস্কৃতির সেই উপাঙ্গ আসলে কোনো ব্যক্তিবিশেষের তৈরি সাহিত্য নয়, এটি আসলে সামগ্রিক সমাজের তৈরি সাহিত্য এবং দ্বিতীয়ত যেহেতু সমগ্র সমাজ এই সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় জড়িত তাই কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয় বরং সমগ্র সমাজের দর্পণ হিসেবে লোকসাহিত্যকে আমরা দেখতে পারি।

পরবর্তীতে লিখিত বা মুদ্রিত আকারে লোকসাহিত্যগুলোকে সংবদ্ধ করা হয়, তথাকথিত 'উচ্চতর' সাহিত্যের সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করলেও আসলে এর শিকড় বাংলার পলিমাটিতে প্রোথিত। বলা যেতে পারে গ্রামীণ বাংলার রূপ, রস, গন্ধ লোকসাহিত্যকে তৈরি করেছে, আঞ্চলিকতা তাঁকে অলংকৃত করেছে।রবীন্দ্রনাথ তাঁর *'গ্রাম্যসাহিত্য'* প্রবন্ধে বলছেন –

> "গাছের শিকড় যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্র সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে, সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়।"[ii]

লোকসাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রাণশক্তি।বছর বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঘুরে ফিরে আঞ্চলিকতার প্রভাবে কিছু পরিবর্তন স্বত্বেও এর মূল রূপটির পরিবর্তন ঘটেনা। সহজবোধ্য, সঞ্চরণশীল এই সাহিত্য তাই শিকড় মাটিতে প্রোথিত করেও ডালপালা ছড়িয়ে বেড়ে উঠতে পেরেছে।

লোকসাহিত্যের একটি প্রধান ধারা হল লোককথা। জনসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনিগুলি বিভিন্ন ধরনের লোককথার মাধ্যমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে।মনে করা হয় আদিম মানুষ তার জীবনযাপনের পথে যে সব বাধা বা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হত তাই পরবর্তীকালে লোককথায় রূপান্তরিত হয়েছে।অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত *' লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ'* [iii]গ্রন্থে ম্যক্সিম গোর্কির বক্তব্য তুলে বলছেন রূপকথাতে যতই অলৌকিকতা থাকুক না কেন,এতা আসলে শ্রেণির চেতনা, বিকাশ এবং সর্বোপরি তার সংগ্রামকেই তুলে নিয়ে আসে। সাধারণ মানুষের আশা, উদ্দীপনা লোককথাগুলোতে অঙ্কিত হয়েছে।সমাজ ও সামাজিক মানুষকে বাদ দিয়ে লোককথাগুলো তৈরি হয়নি।বরং মূল ধারার সাহিত্যের তুলনায় লোকসাহিত্য ও লোককথাগুলি সাধারণ মানুষের চেতনা,ভাবনা, যাপনচিত্রকে সাধারণ ও সহজসরল ভাবে অঙ্কিত করেছে। অলৌকিকতা ওখানে শুধু রঙিন তুলির কাজ করেছে কিন্তু লৌকিক জীবন ও মানুষ এবং তাদের আচার- ব্যবহার লোককথাগুলোর আসল উপপাদ্য বিষয়।

Scotopia: রূপকথা, আধুনিক রূপকথা ও নারীবাদ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

বাংলার লোককথা মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায় – ১.উপকথা ২.রূপকথা ৩.গীতিকা ৪.ব্রতকথা।বিষয় অনুযায়ী আমাদের আলোচনার বিষয় রূপকথা। বাংলায় যা রূপকথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাই-ই অন্যান্য নানান নামে পরিচিত।ইংরেজিতে এর নাম Fairy Tale , জার্মানে Manchen এবং ফরাসি ভাষায় Conte Populaire। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলছেন [iv] ইংরেজি fairy tale মানে পরীদের কথা সেখানে থাকে, কিন্তু বাংলায় রূপকথাতে পরীদের উপস্থিতি বাধ্যতামুলক নয়।তাই এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

ডঃ ভট্টাচার্য রূপকথার বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন –

> "দীর্ঘায়তন বিভিন্ন বিষয় ও বিচিত্র শাখাকাহিনী দ্বারা জটিল।ইহার পরিবেশন সম্পূর্ণ অবাস্তব ও স্বপ্নিল.... অসম্ভব ও রোমাঞ্চকর ঘটনা দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ।"

লোককথার বহুল জনপ্রিয় শাখা রূপকথা।লোকসাহিত্য যেহেতু সাধারণ মানুষের মুখে মুখে নির্মিত ও প্রচলিত তাই এই ধারার সাহিত্য সময়,সমাজ ও প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ছবি বহন করে এগিয়ে চলে। রূপকথাগুলোতে তৎকালীন সামাজিক কাঠামো, প্রচলিত পারিবারিক,সামাজিক,রাজনৈতিক নিয়ম কানুন, সেইসময়কার শ্রেণি ও জাতিগত বিভেদ পরিস্কারভাবে ফুতে উঠেছে। অলৌকিকতা ও মনোরঞ্জক উপাদানগুলিকে পাশে রেখে দেখতে গেলে দেখা যাবে এ এক ঐতিহাসিক দলিল, যা সময়,সমাজ ও অঞ্চলকে সাক্ষ্য দিচ্ছে।গভীরভাবে নিরিখ করলে দেখা যাবে রূপকথায় মেয়েদের স্থান আসলে তৎকালীন সমাজজীবনে মেয়েদের যা অবস্থান তারই প্রতিফলন। রূপকথাগুলো যে সময় মূলত রচিত হচ্ছে সেইসময় মেয়েরা পরিবারের গন্ডির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বিয়ে,সংসার, সন্তান উৎপাদন, প্রতিপালন, গুরুজনদের সেবা এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই তাদের জীবন আবর্তিত হত, আর ঠিক সেই কারনেই নারীর সেই সামাজিক অবস্থানের প্রতিচ্ছবি কাহিনিগুলোতে ফুটে উঠেছে।

২। চিরাচরিত রূপকথা ও সমাজে মেয়েদের অবস্থান

মা- ঠাকুমা- দিদিমাদের মুখে মুখে গল্প শুনেই ছোটদের মনোরঞ্জন ঘটত এবং এই মৌখিক শিশুসাহিত্যের অধিকাংশ জুড়ে ছিল রূপকথা ও ছড়া। মানুষের মনের কল্পনা থেকে জন্ম নেওয়া এই রূপকথাগুলো মানুষের মুখে মুখে তৈরি হয়ে ছড়িয়ে গেছে দেশবিদেশের নানান প্রান্তে। কাল ও ভাষার গণ্ডি ব্যতি রেখে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ের ছড়া ও রূপকথাগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলার রূপকথা বলতে ছোটবেলা থেকে আমাদের সামনে যেটি সবথেকে সহজলভ্য ছিল তা হল দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সংকলিত 'ঠাকুরমার ঝুলি'। এর আগে রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র 'ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল' লোককথা সংগ্রহ হিসেবে আমাদের সামনে এলেও, 'ঠাকুরমার ঝুলি' বহুল জনপ্রিয়তা লাভ করছে বঙ্গ সমাজে। বাংলার প্রচলিত লোককথাগুলোকেই সংগ্রহ করে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার নিজস্ব কথন ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন বাংলার পাঠকদের সামনে।

ভাষা কিংবা বলার ভঙ্গিমা দক্ষিণারঞ্জনবাবুর নিজস্ব হলেও আগেও বলা হয়েছে যে এই কাহিনিগুলো একদমই বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত চিরাচরিত রূপকথা। সংকলক হয়তো অলংকৃত করেছেন তাকে কিন্তু কাহিনির দেহ একই, অবিকৃত।

Scotopia: রূপকথা, আধুনিক রূপকথা ও নারীবাদ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

প্রথম যে কাহিনিটি দিয়ে আমরা ঠাকুরমার ঝুলির রূপকথার রাজ্যে প্রবেশ করি তার নাম ' কলাবতী রাজকন্যা'।গল্পের শুরুতেই চোখ আটকে যায় যে বাক্যে – ' এক যে রাজা।তার সাত রাণী।না তার ,সমাজে বহুবিবাহ যে প্রচলন ছিল তারই নমুনা এই বাক্য।কেন এই বহুবিবাহ ' কোনো সন্তান নেই।সন্তান লাভের আশায় বা বলা,পরেই আসছে সেই কথা রাজার মনে খুব দুঃখ
চলে পুত্রসন্তান লাভের আশায় একনয়,দুই নয়,সাত সাতটা বিয়ে করেন রাজা। যাই হোক ,তারপরেও সন্তান হয়না।তখন এক সাধু তাদের কোনো এক শিকড় দিয়ে বেটে খাবার নিদান দেন,পাঁচ রানী সব খেয়ে নেন। ন এবং ছোটর ভাগ্যে জোটে বাটি আর শিল ধোয়া জল।বারবার সন্তান কামনার কোথায় ঘুরে ফিরে 'ছেলে হবে' কথাটি আসতে থাকে।বোঝা যায় শিকড় খেয়ে পুত্রসন্তান হবে এবং তাতে রাজার 'বংশ রক্ষা' হবে এই হিসেব থেকে কাহিনি বেরোতে পারেনা।আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় বাকি রানীরা খুব খারাপ,এই দুই রানীর সঙ্গে অন্যায় করা হচ্ছে কিন্তু আমরা এটা খেয়াল করিনা যে আসল দুরাত্মা এখানে রানীরা নয়,সমাজ।যে বিয়ে করে সাত রাণীকে নিয়ে আসছে,তাদের সতীন নিয়ে সংসার করতে বাধ্য করছে সেই রাজা রূপকথায় খারাপ নয়,খারাপ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয় নারী চরিত্রকে।
শুধু তাই নয়, এই গল্পের শেষে কলাবতী রাজকন্যা রানীদের প্রশ্নের উত্তরে বলছে –

"কলাবতী রাজকন্যা মেঘ-বরণ কেশ, তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ। আনতে পারে মোতির ফুল ঢো-ল-ডগর, সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।"
অর্থাৎ রাজকন্যা হলেও, তার চাহিদা পূরণ করতে পারলে সে রাজপুত্রের সঙ্গে বাঁদী হয়ে শ্বশুরবাড়ি আসতে রাজি। মেয়েরা বিয়ের আগে যেরকম ভাবেই থাকুক না কেন, ভালো বউ হবার যে সামাজিক কাঠামো সেখানে তাকে শ্বশুরবাড়িতে এসে নম্র, ভদ্র এবং সাংসারিক সমস্ত কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে চলতে হবে।তৎকালীন প্রায় সমস্ত ধরণের লোককথাতেই বাড়ির বউয়ের যে ছবি আমরা দেখতে পাই, রূপকথার রাজকন্যাও সেখান থেকে নিস্তার পান না, আর তাই তার মুখ দিয়েই বাঁদী হবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া হয়।

এরপরের গল্প 'ঘুমন্ত পুরী', সেখানে দেখা যায় রাজপুত্র দেশভ্রমণে বেরিয়ে এক ঘুমন্তপুরীতে এসে পৌঁছান।সেখানে কোনো এক জাদুবলে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।রাজপুত্র একটা ঘরে এসে দেখতে পান এক অপরূপ সুন্দরী রাজকন্যা ঘুমিয়ে রয়েছেন।কয়েকদিন তার পাশে বসে অপেক্ষা করার পর রাজপুত্র সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি দেখতে পান এবং সোনার কাঠি ছুঁয়ে রাজকন্যার ঘুম ভাঙান।ওই রাজ্যের রাজা কৃতজ্ঞ চিত্তে রাজপুত্রকে বলেন – "আমার কি আছে, কি দিব? – এই রাজকন্যা তোমার হাতে দিলাম, এই রাজত্ব তোমাকে দিলাম।" এরপর যথানিয়মে রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে যায়, রাজকন্যাকে নিয়ে রাজপুত্র নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন।

রাজত্ব ও রাজকন্যা রূপকথায় সমমানের, সমমূল্যের হয়ে যায়।শুধু এই গল্প নয় অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যাকে দান করার এই ছক বারবার ঘুরে ফিরে আসছে। নারীর নিজস্ব মতামতের কোনো মূল্য থাকে না, যখন তখন যে কোনো রাজা বা রাজপুত্রের হাতে তাকে দান সামগ্রীর মত তুলে দেওয়া হয়।

'কাঞ্চনমালা – কাঁকনমালা' গল্পে দেখতে পাই আসল রাণী, নকল রাণী দুইজনে পিঠা তৈরি করে, আলপনা দিয়ে প্রমাণ দেয় কে বেশি সুশীল, কে আসল রাণী।ঘরের কাজে নৈপুণ্য, নম্র, সুশীল

Scotopia: রূপকথা, আধুনিক রূপকথা ও নারীবাদ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

আচার ব্যবহার নারীর পরিবার, তার সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়।অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ দিয়ে আদর্শ নারী ও তার গুণাগুণ নির্ণয় করা হচ্ছে।

'সুখু – দুখু' গল্পে আসছে সেই সতীন সমস্যা।দুই সতীনের দুই মেয়ে।দুখু দুঃখী মায়ের মেয়ে, সুখু রাজার প্রিয় রানীর মেয়ে। দুখু নম্র, ভদ্র, বাধ্য, উল্টোদিকে সুখু হিংসুটে, অবাধ্য।বুড়ির কথা শুনে দুখী হয়ে যায় রূপবতী ও সম্পদের অধিকারী, সুখু অবাধ্য তাই সে পরিণত হয় 'কুৎসিত' এক কন্যায়।সুখুর হিংসা ও অবাধ্য হওয়ার শাস্তি তাকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় সারাজীবন।

এই গল্পে যে যে বিষয়গুলোর ওপর আমাদের চোখ যায় তা হল, রাজার বহুবিবাহ, সতীন সমস্যা, এক পত্নীর প্রতি রাজার পক্ষপাতিত্ব এগুলো তো আছেই তার সঙ্গে যুক্ত হয় বাহ্যিক সৌন্দর্য ও সম্পদ সুখে সারাজীবন কাটানোর চাবিকাঠি। রূপকথাগুলোর মাধ্যমে নীতিশিক্ষা সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া বা মা-ঠাকুমা-দিদাদের দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মে উচিত অনুচিতের শিক্ষা রোপন করে দেওয়া হচ্ছে।তাদের শেখানো হচ্ছে দুখুর মত নম্র, শান্ত, বাধ্য মেয়ে হয়ে চললে পরবর্তী সময়ে জীবন সুখে কাটানো যায়। অবাধ্যতার ফল ভালো হয়না।

শুধু এই তিনটে গল্প নয়, রূপকথার প্রায় সব গল্পগুলোকেই যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করি এরকম অসংখ্য ছবি আমাদের চোখের সামনে আসবে যেখানে মেয়েদেরকে একটা বিশেষ কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছে। লিঙ্গ বৈষম্য, লিঙ্গ রাজনীতির বেড়াজাল থেকে সময়ের সাক্ষ্য দেওয়া রূপকথাগুলো মুক্ত হতে পারেনি।তাই শৈশব বা কৈশোরে মুগ্ধতার যে রেশ রূপকথাকে ঘিরে থাকে, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে ওই মুগ্ধতার পর্দা সরিয়ে সেই সময়কার যে সমাজ, তার ছবি পাঠকের সামনে এসে পড়ে।

৩। নারীবাদ ও রূপকথার নব নির্মাণঃ দস্যি মেয়েদের রূপকথা

এই পর্যায়ে এসে আলোচনা শুরুর আগে আমাদের যে জায়গাটায় আলোকপাত করতে হবে তা হল নারীবাদ।নারীবাদ কী?নারীবাদ আসলে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্ন অবস্থান সম্পর্কে নারী এবং সমাজকে সচেতন করে ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ,যা ঘরে-বাইরে ,সমাজের প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রে বিদ্যমান তার অবসানের কথা বলে।নারীবাদ আসলে এক বিশ্বাস যেখানে যে কোন মানুষের যোগ্যতা ও অধিকারের বিচার লিঙ্গভিত্তিক হবে না। নারীবাদ হল এমন এক শক্তি যা নারীর মধ্যে আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা আপাত 'স্বাভাবিক' লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য, সামাজিক কাঠামো ও চিরকালিন ঘটনা প্রবাহকে নারী প্রশ্ন করতে শিখেছে।

আসলে মেয়েদের বা নারীর যাবতীয় যা আচার, আচরন, ব্যবহার তা পরিবার ও আওমাজ নির্ধারিত এক ব্যবস্থাপনা।নারী জন্ম হয় প্রকৃতির নিয়মে কিন্তু আমাদের নারী হয়ে উঠতে, আদর্শ নারী হয়ে থাকতে এবং নারীর জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ছোট থেকে জামাকাপড়ের রং থেকে খেলনা নির্বাচন শিশু মনে গেঁথে দেওয়া হয় এই লিঙ্গ রাজনীতির বীজ।

Scotopia: রূপকথা, আধুনিক রূপকথা ও নারীবাদ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

অ্যারিস্টটলের মতে 'কতগুলো গুনের অভাবজাত কারনে একজন স্ত্রীলোক ,স্ত্রীলোকে পরিণত হয়।'কার তুলনায় অভাবজাত,না পুরুষের তুলনায়। পুরুষ আদর্শ ,তাঁর তুলনায় নারীর কিছু গুণ কম থাকায় সে নারী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সমাজ তো বটেই নারীরাও মনে করে এসেছে তার নিজস্ব গুরুত্বের অভাব আছে, আর সেই কারনেই পুরুষ নারীকে ছাড়াই নিজের কথা ভাবতে পারে অন্যদিকে নারীর জীবন আবর্তিত হয় পুরুষকে ঘিরে।সেই কারনেই বিভিন্ন আচার, মঙ্গলাচরণ,সুগৃহিণী হবার শিক্ষা রপ্ত করার চেষ্টা ,নম্রতা,ভদ্রতা, সমস্ত কিছুই নারী আয়ত্তে আনতে চায় আদর্শ নারী হয়ে ওঠার জন্য এবং শুধু তাই নয় এই চিন্তা, এই অভ্যাসের ধারক ও বাহক হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মে তা চালিয়ে নিয়ে যায় নারীই।

সময় এগিয়ে এসেছে অনেকগুলো বছর।নারীবাদের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়েছি আমরা। নারীবাদের তিনটি তরঙ্গের মাধ্যমে নারী সোচ্চার হয়েছে তার সমানাধিকারের জন্য। লড়াই করতে হয়েছে ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে, লড়াই করতে হয়েছে সম্পত্তির অধিকারের জন্য , লড়াই করতে হয়েছে সমকাজে সমবেতনেরজন্য, লড়াই চলছে নারীর ক্ষমতায়ণ ও যৌনতার জন্য।সেইকারনেই সোনার কাঠি ছুঁয়ে রাজপুত্র রাজকন্যা উদ্ধার করছে রূপকথার এই রীতি বা বিন্যাস যা প্রায় সর্বদেশেই প্রচলিত, তাকে একের পর এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে।

মজার ব্যপার মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের দ্বারা প্রচলিত রূপকথার নতুন যে নির্মাণ আমাদের সামনে আসে তা মহিলারাই নির্মাণ করেছেন। যে লিঙ্গ রাজনীতি যুগে যুগে মহিলারাই চালনা করেছেন তাকে ভেঙ্গে দিতে মেয়েদের রূপকথা তৈরি হয়।বিভিন্ন খ্যাতনামা মহিলা সাহিত্যিকদের বিভিন্ন লেখায় তা লক্ষ্য করা যায়। তবে এই পর্যায়ে আমরা যে বইটা নিয়ে আমাদের আলোচনা এগোব, সেটি হল 'দস্যি মেয়ের রূপকথা' ,এই বইটিতে দেখতে পাই একের পর এক মহিলারা ছক ভাঙছেন, নির্মাণ করছেন নতুন রূপকথা।

গৌরী ধর্মপালের 'ফুল্লরার পুতুল' গল্পে দেখতে পাই ঘুড়ি ওড়ানোর ইচ্ছা মেয়েদেরও হতে পারে,ছেলেরা পুতুল খেলতে পারবে না সমাজ নির্ধারিত এই ভাবনা ভাঙছে। জয়া মিত্র সুখুদুখুর গল্প নতুন করে লেখেন।তিনি সময় আরও অনেক বছর পরে নিয়ে গেছেন।তার 'সুখু ও দুখু' গল্পে সুখুদুখু এখন বয়সের ভারে নুব্জ।সময়ের অভিঘাতে সুখুর কুশ্রী রূপ আর অত চোখে পড়ে না, অন্য দিকে সাত চড়ে রা না করা দুখু শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে রুপ,গয়না হারিয়ে ফেলে। দুই বোনের শত্রুতাও আর থাকে না,সময় ও অভিজ্ঞতার ফলে তারা একে অপরের বন্ধু, সহমর্মী হয়ে ওঠে। অদিতি সরকাররের 'মধুগড়ের মধুবনী' গল্পের শেষে রাজা মধুবনীকে তাঁর অপদার্থ, অকর্মণ্য রাজপুত্রকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে মধুবনী তা অস্বীকার করে এবং রাজাকে ও তাঁর সাথে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়- "অসুখ করলে আমার সেবা করতে পারবেন তিনি? কিংবা ধরুন কিছু রান্না করে খাওয়াতে?" 'মেনি ষষ্ঠী' গল্পে অনুরাধা কুণ্ডু দেবী ষষ্ঠীর এক অন্যরকম ছবি আকেন,দেবী যেন এখানে খেটে খাওয়া, নিজের উপার্জনে, নিজের শর্তে জীবন যাপন করা এক নারী। এই গল্পে বাড়ির বউদের কষ্টের কথা বর্ণিত হচ্ছে ,সবাইকে রেধে বেড়ে খাওয়ালেও নিজের ঠিকমত খাবার জোটেনা তাদের। যশোধরা রায়চৌধুরী তো গল্পের নামই দিচ্ছেন 'রান্না করলেন রাজপুত্র'।রান্না করা যে শুধুমাত্র মেয়েদের কাজ নয় কিংবা পুরুষ আবার রাজপুত্র শখ করে রান্না করতে পারেন সেই ছবি তিনি আঁকছেন। অপরদিকে রাজপুত্রের দিদি রাজকন্যা বাবার সঙ্গে যান শিকারে, রানী সারাদিন বই পরেন। লিঙ্গ বৈষম্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

Scotopia: রূপকথা, আধুনিক রূপকথা ও নারীবাদ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

'দস্যি মেয়ের রূপকথা' আসলে ঠিক সেই জায়গাগুলোতে চ্যালেঞ্জ করে যেখানে পিতৃতন্ত্র মেয়েদেরকে আলাদা ও অসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গণ্য করছিল।মেয়েদের স্বপ্ন দেখার, উড়ে বেড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এ আসলে এক নতুন রূপকথা নির্মাণ করা হয়।পরের প্রজন্মের মেয়েদের হাতে খুন্তি-কড়াই নয় ধরিয়ে দেওয়া হয় স্বপ্ন দেখার ঘুড়ি লাটাই।

৪। উপসংহার

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে রূপকথার কাহিনিগুলো। রূপকথার নারী চরিত্রগুলো যেমন নিজেরা এই পিতৃতন্ত্রের শিকার, আবার উল্টোদিকে তারা নিজেরাও অত্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহক তারাই। আজ একবিংশ শতকেরও দুই দশক পেরিয়ে এসেছি আমরা। দিকে দিকে নারী এগিয়ে চলেছে, শিক্ষা,বিজ্ঞান,খেলার মাঠ,যুদ্ধক্ষেত্র প্রতিটা জায়গা এখন তার বিচরণভূমি। নারী এখন তার সামাজিক,রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান,তার অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।সমস্ত রকম বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে অর্ধেক আকাশ নয় ,সে নিজের জন্য সম্পূর্ণ আকাশ অধিকার করার ক্ষমতা রাখে। নারী স্বপ্ন দেখে সমস্ত স্টেরিওটাইপ একদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।লক্ষ্মী নয় মেয়েরা এখন 'দস্যি'। এই মেয়ে ঘরকন্না করে , এই মেয়ে শিকারে যায় ২০২৪এই মেয়ে রোজগার করে সংসার চালায় । , এই, হয় অন্যরকমভাবে। মেয়েদের রূপকথা তৈরি হয় এ দাঁড়িয়ে তাই রূপকথা সংকলিত এ ।'দস্যি মেয়ের রূপকথা' রূপকথায় মেয়েরাও তৈরি হয় নবরূপে।আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় যেন আসলে মেয়েদের স্বপ্ন দেখার রূপকথা,মেয়েদের 'লক্ষ্মী' হয়ে থাকার দিন শেষ, ইচ্ছেপুরনের সময় শুরু । দস্যি মেয়েরা যেন বলতে চায় "...এক পৃথিবীর একশরকম স্বপ্ন দেখার সাধ্য থাকবে যে রূপকথার - সে রূপকথা আমার একার।"[v]

তথ্যসূত্র

[i] - "ইহা সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নহে।' আশুতোষ ভট্টাচার্য, *'বাংলার লোকসাহিত্য'* ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৫১

[ii] গ্রাম্যসাহিত্য প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, https://tagoreweb.in/Essays/lok-sahityo-38/gramyasahitya-430 , accessed on 9/8/2025, 7:10pm

[iii] "..লোককথাকে বুঝতে হবে শ্রমজীবী মানুষের জীবনচর্যার স্মৃতি,সম্প্রতি এবং ভবিষ্যতের সমন্বিত অভিব্যক্তি হিশেবেই।সাধারণ মানুষের আশা - উদ্দীপনা এবং সংগ্রামের অলক্ষ্যে প্রেরণা হিসেবে ম্যাক্সিম গোর্কি লোককথার যে মূল্যায়ন করেছিলেন তাঁর 'ডিজ্ইনটেগ্রেশ্যন অব পার্সোনালিটি' প্রবন্ধে সেটাই এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত কথা।আপাতভাবে তার মধ্যে অলৌকিকতা ,জাদু, অবিশ্বাস্যতা,দেবতা - পরী - জিন - দৈত্য - রাক্ষস - ড্রাগন - ভূত - প্রেত - ডাইনি কিংবা রাজা - রাজড়াদের কীর্তিকলাপ থাকুক না - কেন ,প্রকৃতপক্ষে সেসব হল বাইরের

Scotopia: রূপকথা, আধুনিক রূপকথা ও নারীবাদ
ISSN: 2455-5975
Website: https://scotopia.in/

ব্যাপার।ভাবনার অন্তর্কাঠামোয়,সেগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনের উপলব্ধ আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয়ের সুসংহত দ্যোতনাই বহন করে আনে।" পল্লব সেনগুপ্ত.*লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ.*প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৫,পুস্তক বিপণি, ২০০২, পৃষ্ঠা–১২১

[iv] " ...এই ইংরেজী নামটি দ্বারা ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়না, কারণ Fairy শব্দের অর্থ পরী।ইহাদের মধ্যে পরীদের কথা যে থাকিতেই হইবে তাহা নহে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে না...।" আশুতোষ ভট্টাচার্য, *'বাংলার লোকসাহিত্য'* ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৪৪৫

[v] জয় গোস্বামী, 'মেঘবালিকার জন্য রূপকথা' কবিতা

গ্রন্থপঞ্জি

১। দক্ষিনারঞ্জন মিত্রমজুমদার. *'ঠাকুরমার ঝুলি–বাংলার রূপকথা'*. উনপঞ্চাশৎ সংস্করণ. কলকাতা. মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ.২০১১

২। *'দস্যি মেয়ের রূপকথা'*. যশোধরা রায়চৌধুরী(সম্পা.). রোহিণী ধর্মপাল(সম্পা.). যূথিকা আচার্য্য(সম্পা.). প্রথম মুদ্রন. কলকাতা. হ য ব র ল. নভেম্বর ২০২৪

৩।পল্লব সেনগুপ্ত. *'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ'.* প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৫ পুস্তক বিপণি,২০০২

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য, *'বাংলার লোকসাহিত্য – প্রথম খণ্ড'* ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২

৫। বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা' .(*নারীপৃথিবীঃবহুস্বর'*. কলকাতা. উর্বী.২০১১

৬। শুভেন্দু দাসমুন্সী(সম্পা ,(কপোতাক্ষী সুর(সম্পা ,'বৈচিত্র ও সমাজদর্পণ ,লোককথাঃউদ্ভব' ,(উৎপল বাগ, *'লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যঃ রূপ- স্বরূপের দ্বন্দ'* বিদ্যা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

৭। শুভেন্দু দাসমুন্সী(সম্পা ,(কপোতাক্ষী সুর(সম্পাবিষয়বৈচিত্র ,বৈশিষ্ট্য ,লোকসাহিত্যঃ সংজ্ঞা' ,(,'ও শ্রেণিবিন্যাসসঞ্জয় হালদার, *'লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যঃ রূপ- স্বরূপের দ্বন্দ'* বিদ্যা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

৮। শুভেন্দু দাসমুন্সী(সম্পা ,(কপোতাক্ষী সুর(সম্পালোকসাহিত্যঃ বিভিন্ন ধারার সংক্ষিপ্ত ' ,(,'পরিচিতিইন্দ্রানী দত্ত শতপথী *'লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যঃ রূপ- স্বরূপের দ্বন্দ'* বিদ্যা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

৯। সৌগত চট্টোপাধ্যায়, *'লোকসংস্কৃতি আজকের ভাবনায়'*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ ২০২২

১০। দেবাংকৃতা স রদার. *'বাংলা শিশুসাহিত্যঃ নারী নির্মাণে (১৮০১-১৯৪৭)'*. প্রথম প্রকাশ. কলকাতা. কারিগর.২০২২

১১। *সীমন দ্য বোভেয়ার- দ্বিতীয় লিঙ্গ*, লতিকা গুহ (অনুবাদক) প্রথম খণ্ড, দীপায়ন, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৪

মূলশব্দ

লোকসাহিত্য, **লোককথা**, **রূপকথা**, **আধুনিক**s **রূপকথা**, **নারীবাদ**